secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries. http://www.mukto-mona.com

ফ্রিথিঙ্কার্সদের প্রভাবে সমাজপরিবর্তন সম্ভব

অধ্যাপক আহমদ শরীফ

মানুষের দেহ-মন-মগজের শক্তি যে অশেষ,তা আমরা আজকাল বিজ্ঞানী,দার্শনীক,যন্ত্র আবিষ্কারক,উদ্ভাবক ও সামগ্রী নির্মাতা প্রমুখের অবদান দেখেই জানতে ও বুঝতে পারি। মনে হয় মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। চেষ্টা করলেই, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও মগজী শক্তি প্রয়োগে মানুষ আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু অসাধ্য,তা-ও এক সময়ে অতি সহজেই করতে পারবে। আর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োগের অনুশীলনে বিস্ময়করভাবে নানা আপাত অসম্ভব কর্মে যাদুকরের মত সাফল্য অজর্ন যে সম্ভব হয়েছে, তা দেখে জেনে বুঝে আমরা মানুষের শক্তি যে অসীম,তা অনুভব ও উপলব্ধি করি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির বিগত আট/দশ হাজার বছরের সংস্কৃতি-সভ্যতার স্থানিক বা আঞ্চলিক ধারার উদ্ভবের ও বিকাশের আর বিলুপ্তির সাক্ষ্য ও প্রমাণে বোঝা যায় যে কেবল করগণ্য সংখ্যার মানুষের চেতনা-চিন্তার, জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে স্থানিক,গৌষ্ঠীক,গৌত্রিক বা জাতিক সংস্কৃতি-সভ্যতা। তাই গোটা পৃথিবীতে ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-ভূকম্প প্রভৃতির অজ্ঞ-অসহায় শিকার মানুষ কখনো দ্রুত বাড়তে পারেনি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে। তখন গোত্রগুলো যান-বাহনের অভাবে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-মরু অতিক্রম করতে পারেনি বলেই পৃথিবীর পরিসর-পরিধি ছিল তাদের কল্পনাতীত,অসীম,অজানা ও অগম্য। পৃথিবীব্যাপী মানুষ থাকলেও তাদের বাস করতে হয়েছে বিচ্ছিন্নতায় অপরিচয়ের ব্যবধানে। বাধা অতিক্রম সম্ভব ছিলনা ঊনিশ শতক অবধি। পৃথিবীর সব স্থলভাগ আবিষ্কৃত হল, জলভাগ পরিমাপ করা হল,পৃথিবীর আকৃতি জানা গেল নিভু র্লভাবে বিশ শতকেই। নভলোকের ঠিকানা-সন্ধিৎসা প্রবল হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে , বিজ্ঞানের বদৌলত প্রযুক্তির প্রসাদে মানুষ আজ বিচরণ করে নভলোকে। আজ অবধি যা

কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মিত সম্ভব হয়েছে,তা সল্পসংখ্যক মানুষেরই গবেষণার,সাধনার,জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার প্রসূন। কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে; প্রাণীর শিশ্নোদরের চাহিদা মিটিয়েছে,দেহের মনের মননের মনীষার চযা র্য় চচার্য় থেকেছে উদাসীন। মনের মগজের মননের মনীষার শক্তি রইলো সুপ্ত,গুপ্ত ও বন্ধ্যা। কারণ আর সব মানুষ জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে দেহ-প্রাণ-মনের পরিচযার্য় থাকে অনীহ। তারা শাস্ত্রমানা পরিবারে জন্মগ্রহন করেও সশাস্ত্র বোঝার গরজ বোধ করেনা। আশৈশব শ্রুত, দ্রষ্ট,লব্ধ ও প্রাপ্ত লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি প্রভৃতি অনায়াসলব্ধ পুজিপাথেয় ই তাদের পারত্রিক জীবনের সম্বল ও সম্পদ হয়ে থাকে। উপযোগ ও তাৎপয রিক্ত কম র্-আচার-আচারণ-পালা-পাব র্ণেই থাকে তাদের শাস্ত্রিক জীবন-চেতনা নিবদ্ধ। এভাবেই তারা পারত্রিক জীবনে গাঢ়-গভীর আস্থা রেখে মোক্ষ কামনা করে। কাজেই ‘এমন মানব জমিন রইল পতিত। আবাদ করলে ফলত সোনা’ এ কেবল প্রোবচনিক সত্য বা তত্ত্বও তথ্য হয়ে রইল আজ অবধি মানুষের সমাজে।

শাস্ত্রমানা মানুষ তাই আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানে রবোটের মতই, দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা তাদের চোখে পরিবতর্নমান নয়। তারা আবতর্ন বাদী, বিবতর্ন তারা স্বীকারই করেনা। সেজন্য স্থানের, কালের, জীবনের, জীবিকার, সমাজের, রাষ্ট্রের সদা বিবত র্মান ও পরিবত র্মান চাহিদাচেতনা বর্জিত তারা।

ফলে তারা কখনো মন-মগজ-মনন-মনীষার অনুশীলনে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার প্রয়োগে আগ্রহী হয়না। আশৈশব ঘরোয়া ও সামাজিক প্রতিবেশে খন্ড খন্ডভাবে শ্রুত, লব্ধ ও দৃষ্ট ধারণা ও আচার অভ্যস্তও অনুকৃত নিয়মে গতানুগতিকভাবে মেনে স্বগ র্সুখের প্রত্যাশী হয়। আত্মা, পরলোক প্রভৃতি স্রুতি ও ভীতি প্রসূন মাত্র। মানুষ মাত্রই মত্য র্জীবনকেই সত্য, খাটি ও বাস্তবলে জানে ও মানে। তাই ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ লক্ষ্যে লাভ-লোভ-স্বাথ র্বশে মানুষ সারাটা জীবন নানা ধান্ধায় মন-মগজ-মনীষা প্রয়োগ করে। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে শ্রেয়স বা শ্রেয় যাচাই, বাছাই করেনা, অজ র্নে-বজ র্নে প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি পরিস্রুতির কোন গরজ অনুভব করেনা। শাস্ত্রমানা মানুষ তাই আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানে রবোটের মতই, দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা তাদের চোখে পরিবত র্নমান নয়। তারা আবত র্ন বাদী, বিবত র্ন তারা স্বীকারই করেনা। সেজন্য স্থানের, কালের, জীবনের, জীবিকার, সমাজের,

রাষ্ট্রের সদা বিবত র্মান ও পরিবত র্মান চাহিদাচেতনা বজি র্ত তারা। তারা চিরন্তপ্রিয়, স্থিতিতেই তারা স্বস্তি ও সুস্থবোধ করে, গতিতে তারা আগ্রহী নয়, প্রগতিভীতি তাদের মজ্জায় অথচ আমরা জানি গতিতেই জীবনের স্ফূতি র্, উৎকষ র্, স্থিতি। তাই ভদ্রভাষায় অথো র্ডকস, ফান্ডামেন্টালিস্ট, গোড়া ধামি র্ক প্রভৃতি শাস্ত্রের মূলবাণী নিষ্ঠ মৌলবাদী। তারা জরার, জড়তার ও জীণ র্তার শিকার। এতকাল এসব মানুষের সামাজিক, বৈষয়িক, ব্যবহারিক, আথির্ক, প্রাশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিকজীননে কখনো গুরু সমস্যা হয়ে দাড়ায়নি। কেননা ঊনিশ শতকের আগে দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস-নিঃস্ব-নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্হ-দরিদ্র মানুষ আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাচেতনা লাভ করেনি।

একালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জনজীবনে ও জীবিকায় স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার চেতনার উদ্ভবে,মুদ্রাস্ফীতির ফলে, অথ র্-সম্পদ অজ র্নে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দিতার তীব্রতার কারণে জীবনে প্রত্যাশিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিশ্চিত ও অসম্ভব হয়ে ওঠায়, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা ঘোচানোর বিকল্প পন্থা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে অনেক মনীষীই আত্মনিয়োগ করেছেন। ঊনিশ শতকে অনেক দাশ র্নিক-চিন্তাশীলের মধ্যে কাল র্মাক র্স-এঙ্গেলস একটা নতুন নীতি-নিয়ম উদ্ভাবন করেন একটা কারণ-কায র্তত্ত্বের ভিত্তিতে। এদের ভাষায় এ তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের নাম দ্বান্দিক বস্তুবাদ। বঞ্চক-বঞ্চিতের শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ। মাক র্স ই প্রথম আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য এ ধারণা দেন যে মানুষ মাত্রের ই রয়েছে অশনে বসনে নিবাসে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে চিকিৎসায় জন্মগত অধিকার। সুস্থ- সমথ র্ লোককে অথো র্পাজর্নের অধিকার দান এবং রুগ্ন, শিশু,বৃদ্ধ, পঙ্গু, পাগল প্রভৃতি অসমথর্দের ভাতা দিয়ে পালন করাই হচ্ছে সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কতর্ব্য। এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে প্রভাবিত হল বুজো র্য়ারাও , তাই তারা শোষিত জনদের কাজ দিয়ে ভাতা দিয়ে বাচিয়ে রাখার, অনাহার-মৃত্যু ঠেকানর ব্যবস্থা করেছে-দায়িত্বনিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ পারিবারিক, গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, রাজ্যিক, শাস্ত্রিক জীবনে প্রবলের শাসনের শোষণের পীড়নের বঞ্চনার প্রতারনার হুকুমের ও হামলার দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও শাসনপাত্রই ছিল, আজো রয়েছে। শাহ-সামন্ত-বেণে প্রভৃতি পেশিশক্তিতে ধনবলে ও জনবলে বুদ্ধিবলে প্রবল। তাদের স্বাথ র্রক্ষায় , তাদের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ অবাধ রাখার অনুকূল শাসন-শোষণই তাদের ন্যায় ও নিয়ম। তাদের কল্যাণই জনকল্যাণের নামান্তর। বলেছি সাধারণ মানুষ নিজের ও স্বজনের

ভাত-কাপড় যোগাতে ব্যস্তথাকে জীবনের জাগ্রত মুহূত র্গুলোতে। অন্নচিন্তা চমৎকার! কাজেই ওরা সংগ্রামী হয়না, দাবি আদায়ে এগিয়ে আসার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনা, জানেনা অজ্ঞতা, ভীরুতা, নিধর্নতা প্রভৃতি নানা বাস্তব কারণে। এ সুযোগ নেয় ধূত র্ধনিক-বণিক- রাজনীতিক- বুদ্ধিজীবি- পেশাজীবিরা। তাই দুনিয়াব্যাপী দরিদ্র আমজনতা এবং জাত জন্ম বণ র্ধম র্নিবাস ভাষা প্রভৃতির স্বাতন্ত্রেও পাথর্ক্যে সংখ্যালঘুরা পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত কোন রাজ্যে-রাষ্ট্রে জান -মাল- মান নিয়ে নিবির্ঘ্নে নিরুদ্রপ নিরাপদ জীবনযাপন করেনা। হীনমন্যতা, গ্লানি, অসহায়তা ও অনিশ্চিতি আর মানসিকভাবে অবজ্ঞার অবমাননার বিড়ম্বনা তাদের প্রজন্মক্রমে জীবনের নিত্যসঙ্গী। মানুষের জাত জন্ম বণ র্ধম র্ভাষা নিবাস সংস্কৃতি সভ্যতা প্রভৃতির স্বাতন্ত্রচেতনা বা অস্তিত্বের ভিন্নতা রক্ষার প্রয়াস মানুষকে দলনের , দমনের আর হুকুমের , হুঙ্কারের , হামলার , কাড়াকাড়ির , মারামারির, হানাহানির কারণ হয়ে রয়েছে। এর থেকে মুক্তির রয়েছে চারটি পন্থা : শাস্ত্রনয়, স্রস্টামানা, নাস্তিকনিরীশ্বর হওয়া , কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক হওয়া অথবা নিদেনপক্ষে উদারমানববাদী হওয়া- সেক্যুলার হওয়া। কোনটাই অবশ্য যুক্তিবাদী বিবেকী না হলে কোন মানুষই গ্রহণ-বরণ করবেনা। কেননা এ সব চেতনা -চিন্তা শাস্ত্রসম্মত নয়। তাছাড়া লাভে-লোভে স্বাথে র্শক্তিমান সাহসী ও উচ্চাশী প্রবল দুবর্লের উপর কতৃত্ব- প্রভুত্ব করতে চাইবেই।

এক কথায়, আমরা মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার হলেই আমরা দেশে কালে জীবনে জীবিকায় সদা বিবতর্মান দাবি বা চাহিদা মিটিয়ে বৈশ্বিক ও আন্তজার্তিক ভাবে আমাদের জীবনে জীবিকায় , চিন্তায় চেতনায়, সংস্কৃতিতে সভ্যতায় , বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে সমকালীন থাকতে পারব। এবং এ ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা সমাজে দ্রুত বৃদ্ধি পেলেই কেবল রক্ষণশীলতা, অথো র্ডকসি, মৌলবাদ প্রভৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত লোকের সংখ্যা স্বল্প হয়ে যাবে সমাজে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিংবা রাজনীতিক অংগনে।

কাজেই বিরোধ-দাঙ্গা-লড়াই-নরহত্যা থেকে মানুষকে বিরত করা যাবে না। তবে মানবিক গুণের অনুশীলনে সংযম, পরমত-কম-র্ অচরণ সহিষু-তা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিবেকানুগত্য, ন্যায্যতাবোধ, উদার মানবপ্রীতি, নিবি র্শেষ মানুষকে কেবল স্বপ্রজাতি, জ্ঞাতি বলে মানার মত সুজন সজ্জন হলেই বিরোধ-বিবাদ-দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ-নরহত্যা কমবে। এসব গুণ থাকলেই মাত্র একজন মানুষ সংস্কৃতিমান হয় এবং

সংস্কৃতিমান মানুষ হচ্ছে যে কোন বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর অভয়শরণ। শৈশবেবাল্যে লব্ধ লৌকিক অলৌকিক অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও ভয়-ভক্তি-ভরসা মানুষের মগজ-মনন-মনীষাকে লৌহ-কঠিন কাটাল খাচায় নিবদ্ধ রেখেছে। ফলে মনে-মগজে কোন চালুবিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা আর আচার-আচরণ-পালা-পাবর্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ অবিশ্বাস, উপযোগ ও তাৎপয র্সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না জাগলে যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রয়োগে সত্যাসত্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যাচাই-বাছাই-ঝারাই সম্ভব হয় না কারো পক্ষে। মানুষ যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে কল্যাণকর যে কোন মত, আচার-আচরণ দ্বিধাহীন চিত্তে প্রযুক্তি-প্রকৌশলের মত গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেই আমরা সমকালীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হতে পারবো। আমাদের মানবিক গুণের বিকাশ সাধনে জন্যে, মানববাদী ও মানবতাবাদী হওয়ার জন্য এক কথায় প্রাণীর বৃত্তিপ্রবৃত্তি প্রশমনে মনুষ্যত্বের বিকাশ-বিস্তারকল্পে আমাদের যুক্তিবাদী বা র‍্যাশনাল হয়ে অনুকরণে অনুসরণে মানব উত্তরাধিকার হিসেবে যেকোন শ্রেয়স গ্রহণে-বরণে উদার ও দ্বিধাহীন হয়ে নতুন চেতনায় নতুন চিন্তায় মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি নিভ র্র বিবেকানুগত জীবন-যাপনে আগ্রহী হতে হবে।

এক কথায় আমরা মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার হলেই আমরা দেশে কালে জীবনে জীবিকায় সদা বিবতর্মান দাবি বা চাহিদা মিটিয়ে বৈশ্বিক ও আন্তজার্তিক ভাবে আমাদের জীবনে জীবিকায় , চিন্তায় চেতনায়, সংস্কৃতিতে সভ্যতায় , বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে সমকালীন থাকতে পারব। এবং এ ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা সমাজে দ্রুত বৃদ্ধি পেলেই কেবল রক্ষণশীলতা, অথো র্ডকসি, মৌলবাদ প্রভৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত লোকের সংখ্যা স্বল্প হয়ে যাবে সমাজে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিংবা রাজনীতিক অংগনে। রক্ষণশীলতা , শাস্ত্রানুগত্য মৌলবাদ তখন আর সমস্যা হয়ে থাকবে না, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে টিকে থাকবে অনেকেরই। তাতে অন্যদের আপত্তির ও আশঙ্কার কারণ থাকবে না।

যুক্তিবাদের পক্ষে কিছুকথা

সব শাস্ত্রই বলে ’হে মানব সন্তান তোমরা মানুষ হও’, অথার্ৎ মানবিক গুণের শাস্ত্রানুগ বিকাশ ঘটাও, কেননা দলীয়, গোত্রীয়, সামাজিক তথা যৌথজীবনে সুখে-শান্তিতে, স্বস্তিতে, নিরুপদ্রপে, নিরাপদে, নিশ্চিন্তজীবনযাপনের জন্য নিবি র্রোধ , নিবি র্বাদ, সহযোগিতায়,

সহাবস্থান আবশ্যিক অথার্ৎ পূবর্শত। ফলে 'মানুষ হওয়া' সূক্ষ তাৎপযে বোঝায় 'ভালো হওয়া, ভালো থাকা, নিজের ও অপরের ভালো চাওয়া'। কিন্তু বাস্তবে স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রী ও দেশিক চিরকাল তাদের দেশনায় বলেন যে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ আক্ষরিকভাবে জীবনচযা র্য় রূপায়িত করে আদশ ইহুদী, সৎ খ্রিস্টান, ভোগবিমুখ জৈন, বৈরাগ্যপ্রবণ বৌদ্ধ, আচারনিষ্ঠ হিন্দু, স্বধমী য় ভ্রাত্রিত্ব বোধেপুষ্ট মুসলিম, গুরু ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব- কতর্ব্য ও প্রীতিপরায়ণ বাহাই, শিখ, বৈষ-ব, সন্তধমী র্হওয়াই হচ্ছে মত্যর্জীবনে মানুষ মাত্রেরি লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী।

ফলে গোড়া থেকেই আদি ও আদিম গৌষ্ঠিক, গৌত্রিক, বাণির্ক, ভাষিক, আঞ্চলিক, শ্রেণিক দ্বেষ-দ্বন্দের মত ধমী য় মতবাদী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে , বিধমী র্ ও ভিন্ন মতের স্বধমী র্ মধ্যে দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ ঘটে আসছে , আজ অবধি তার অবসান হয়নি, দেশে দেশে সংস্কৃতির গুণ -মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে এ যুগে এ দ্বেষণার সামান্য রূপান্তর ঘটেছে মাত্র, অথার্ৎ বাহ্য অবুসরণে সুপ্ত ও গুপ্ত, কিন্তু মানস জগতে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। উচু মানের সংস্কৃতিমানের দেশেও ক্ষোভ-ক্রোধ, স্বাথ র্চেতনা বৃদ্ধি পেলে তা দ্বেষ-দ্বন্দ-দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বণ-র্ধম-গোত্র-ভাষা- নিবাস প্রভৃতির পাথর্ক্য বা স্বাতন্ত্রজাত কারণে স্বাধীন হবার জন্য আন্দোলন - সংগ্রাম রক্তক্ষরা প্রাণহরা যুদ্ধরূপে এ মুহূতে ও চালু রয়েছে। কাজেই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে মানুষ। এখন স্বমতের ও স্বম্প্রদায়ের মধ্যেই কেবল শাস্ত্রমিলনলিত্র বা ঐক্যের বন্ধনসুত্র রূপে কাজ করে, অবশ্য ব্যক্তিগত লাভ-লোভ-স্বাথর্চেতনাবশে মানুষ স্বপরিবারের স্বসমাজে স্বপ্রতিবেশীর ও স্বজনের সঙ্গেও প্রাণঘাতী বিবাদে মেতে ওঠে প্রাণীজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতই।

বিশ্বাসে প্রতারিত চেতনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যুক্তিবাদের যে ভিত্তি কারণ-কায চেতনা তাতে আয়ু বিজ্ঞানের কিংবা মনোবিজ্ঞানের অথবা সমাজবিজ্ঞানের সমথর্ন মেলে, তাই যুক্তিবাদ নিঃসন্দেহে নিভ রযোগ্য। আমাদের সমাজে যুক্তিবাদীর , ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে আমাদের পক্ষে চিন্তায়-চেতনায় কমে আচরণে সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তজার্তিকস্তরে সমতালে চলা সম্ভব।

পৃথিবীর সব আদিম সমাজের সমস্যারই স্থূল- সূক্ষ্ম রূপ, রেশ ও লেশ রয়ে গেছে সব রাষ্ট্রেই। তাই সমাজে দুর্বল মানুষ শোষণ- পীড়ন- প্রতারণা- প্রবঞ্চনা মুক্ত হয়নি। সবল- প্রবলেরা আজো জোর জুলুমে মানুষকে বশে রাখে, শায়েস্তা রাখে, রাখে নিঃস্থ, নিরস্ত্র, দুস্থ, দরিদ্র করে।একবার একনায়কত্বে মার্কসবাদের প্রয়োগ পরিক্ষীত হয়েছে, আর একবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মার্কস নির্দেশিত পন্থায় সমাজ পরিবর্তিত ও বিন্যস্তকরে দেখা জরুরি। কেননা এ মার্কস বাদ বলে : খেয়ে পরে বেচে থাকার অধিকার হচ্ছে মৌল মানব অধিকার বা মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং শিশু রুগ্ন-পাগল-পঙ্গু-বৃদ্ধ প্রভৃতিকে ভাতা দিয়ে বাচিয়ে রাখা আর অন্যদের কাজ দিয়ে বাচার ব্যবস্থা করে দেয়াই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ। মার্কসবাদ যাদের কাছে আতঙ্কের বলে অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য তাদের কাছে আমাদের ভিন্ন আবেদন রইল। তারা জন্মসূত্রে পরিবারের, সমাজের, শাস্ত্রের প্রভাবে আশৈশব যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা লাভ করে রবোটের মত অভ্যস্তপন্থায় জীবনযাপনে তুষ্ট, তৃপ্ত, পুষ্ট ও হৃষ্ট, কিন্তু কখনো 'র‍্যাশনাল' হয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মন-মনন-মনীষা প্রয়োগে অর্থাৎ এক কথায় মুক্ত মন-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রয়োগে তাদের সেই লব্ধবিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌকিক-অলৌকিক-অলীক অংশ যাচাই-বাছাই-ঝারাই করে গ্রহনে-বর্জনে- অর্জনে যদি যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনাচার ও আচরণ আর কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন এবং উপযোগরিক্ত বলে অভ্যস্তজীবনধারা পরিহার করেন, তা হলেও তাদের তাদের আস্তিক্য সত্ত্বেও তারা ভিন্ন মতের, পথের, আদর্শের, চেতনার, আচারের মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, উদারতায় ও বিবেকানুগত্যে সহাবস্থানে উন্নততর মানস ও ব্যবহারিক জীবনযাপনে সমর্থ হবেন। এ জন্যে তাদের ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্তমনের চিন্তক হতে হবে, হতে হবে যুক্তি-বুদ্ধি উদারতাবাদী , হতে হবে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যমনস্ক, হতে হবে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঋদ্ধ। আমাদের ধারণা,

যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসুকৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রই হয় শ্রেয় সচেতন সুজন। অত এব , Rational না হলে ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্তচিন্তক হওয়া যায় না কিংবা কেবল ফ্রিথিঙ্কার ই কেবল Rational হয়। এবং Rational বা যুক্তিবাদী সাধারণভাবে চিত্তবান হয় তথা বিবেকানগত্য বশে মানবতার ধারক হয়।

বিশ্বাস বা ধারণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় না বলে ই বিশ্বাসে সন্দেহ ও অনিশ্চিতি থেকেই যায়। তাই বিশ্বাসে প্রতারিত চেতনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যুক্তিবাদের যে ভিত্তি কারণ-কায´ চেতনা তাতে আয়ু´ বিজ্ঞানের কিংবা মনোবিজ্ঞানের অথবা সমাজবিজ্ঞানের সমথর্ন মেলে, তাই যুক্তিবাদ নিঃসন্দেহে নিভ´রযোগ্য। আমাদের সমাজে যুক্তিবাদীর , ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে আমাদের পক্ষে চিন্তায়-চেতনায় কমে´ আচরণে সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তজার্তিকস্তরে সমতালে চলা সম্ভব। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চেতনায় জীবন , সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যিক শ্রেয়স্কর বলেই। কারণ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চেতনা সেক্যুলার জীবনদৃষ্টির জনক। আর সেক্যুমারিজম মানবিকতা ও মানবতা প্রসূ।

Collected By: Khairul Habib
National University of Singapore